যুব-মাদার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিলেন আরামবাগের চাণক্য স্বপন নন্দী

ফ্যাকাসে সিপিএমকেও মার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সোমবার সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলির আরামবাগ মহকুমাতেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র পেশকে ঘিরে বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন সিপিএম নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, তাঁদের প্রার্থী সুপর্ণা সিংকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি। তাঁর গাড়ির চালক ও প্রস্তাবককেও মারধর করা হয়। তারকেশ্বরের মোহনবাটীর বাসিন্দা সুপর্ণা সিং গোঘাট এলাকার ৪৬ নং জেলা পরিষদের আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি সিপিএমের আরামবাগের জোনাল অফিসে ফিরে যেতে বাধ্য হন। পরে একদল দুষ্কৃতী সিপিএমের আরামবাগ জোনাল অফিসে আক্রমণ চালায় বলে সিপিএমের অভিযোগ। সেখানে প্রার্থী সুপর্ণা সিং, প্রস্তাবক

রাখী রায় ছাড়াও শক্তিমোহন মালিক, মোজাম্মেল হোসেন, পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী, ভাস্কর রায়, কালীপদ ঘোষ, উত্তম সামন্ত প্রমুখ নেতাদেরকে হেনস্থা করা হয়। এই নিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় জোনাল অফিসে। ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়। অন্যদিকে এইদিন মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে মনোনয়নপত্র পেশের কাজ হয়। জানা গেছে, আরামবাগ ব্লক অফিসে মনোনয়নপত্র পেশ করেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ ব্লক কার্যকরী সভাপতি পলাশ রায়ের স্ত্রী রিপা রায়। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়াও অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, যুব ও মাদারের দ্বন্দ্বের সুষ্ঠ সমাধান হয়েছে। এদিকে এদিনের মনোনয়ন ঘিরে আরামবাগ এস ডি ও অফিস, বিডিও অফিস ছাড়াও মহকুমার অন্য পাঁচটি বিডিও অফিসও কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ওই অফিসগুলিতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে যাতে কেউ আক্রান্ত বা বাধা না পান সে জন্য বিভিন্ন মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছিল। শেষ খবরে জানা গেছে, আরামবাগ ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি আসনে ও পঞ্চায়েত সমিতির একটি আসনে, গোঘাট ২নং ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে, খানাকুল ২নং ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ১টি আসনে এবং পুরশুড়া ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫টি ও পঞ্চায়েত সমিতির ৪টি আসেন নতুন করে মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে।

হরিপালে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে অশান্তি। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হুগলির হরিপালে আক্রান্ত হন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিক নির্মল পাত্র। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ হরিপাল বিডিও অফিসে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান সাংবাদিক নির্মল পাত্র। সেই সময় লক্ষ্য করেন কয়েকজন শাসক দলের কর্মী বিজেপি কর্মীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে ঢোকার আগে রাস্তায় ফেলে মারধর করছে। সেই ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের ছেড়ে সাংবাদিকের ওপর চড়াও হয় শাসক দলের কর্মীরা। কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল, রাস্তায় ফেলে মুখে, হাতে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। ঘুষি চালানো হয় তার শরীরে। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল বলে অভিযোগ করেছেন নির্মলবাবু। আহত অবস্থায় সাংবাদিককে প্রথমে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে হরিপাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অন্যদিকে তারকেশ্বর বিডিও অফিসে শাসক দলের রোষের মুখে পড়ে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের নেতা গণেশ চক্রবর্তী ও তাঁর সহকর্মীরা। আক্রমণ করা হয় মহিলা বিজেপির প্রার্থীকেও। গণেশবাবুকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শাসকদলের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

খানাকুলে মনোনয়নে অনুপস্থিত বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিরোধীদের দাবীকে একপ্রকার মান্যতা দিয়েই নির্বাচনের নতুন তারিখ ও মনোনয়নের জন্য নতুন দিন ধার্য করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার ছিল তারই মনোনয়ন তোলা ও জমা দেওয়ার তারিখ। এদিনে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও খানাকুলের দুটি ব্লকে এদিন বিরোধীদের একপ্রকার দেখতেই পাওয়া যায়নি। সমস্ত দিনই ব্লক চত্বরগুলিতে শাসকদলের কর্মীদের প্রাধান্য চোখে পড়েছে। নির্বাচনের বিধি অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জন্য মনোনয়ন তোলা ও জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসগুলিকেই নির্দিষ্ট করেছে কমিশন। আর এর ফলে খানাকুলের মতো প্রত্যন্ত এলাকাগুলি থেকে বিরোধীরা মনোনয়নের জন্য বেরতেই পারেনি বলে দাবি খানাকুলের সিপিএম, বিজেপির মতো বিরোধী দলগুলির। শুধু খানাকুল জুড়েই নয়, সারা বাংলাজুড়ে একই চিত্র বলে দাবি তাঁদের। ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে মামলা দায়ের করেছে বিরোধী দলগুলি। খানাকুলজুড়ে বিরোধী দলগুলি মনোনয়ন তোলার জন্য প্রায় না আসার ফলে এদিন খানাকুল এলাকা ছিল প্রায় শান্তিপূর্ণ। এদিকে খানাকুল জুড়ে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অব্যাহত। সেই নিয়ে এদিন নতুন করে মারধরের ঘটনার খবর পাওয়া না গেলেও শাসক দলের স্থানীয় এলাকার অনেক তৃণমূল নেতাদের মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মনোনয়ন তুলতে গিয়েও অনেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য রমেশ দোলুইয়ের অভিযোগ, দলেরই লোকজন তাঁকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি। তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও এই নিয়ে কোনও নেতাই এদিন প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। তবে খানাকুল এলাকায় সিট নিয়ে যুব ও মাদার তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে সকলকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি খানাকুলের বিধায়ক ইকবাল আহমেদের।

চন্দননগর ৮টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ গরম পড়তে না পড়তেই চন্দননগর পৌরনিগমের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাতের বেলায় জল পেলেও দিনের বেলায় জল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, চন্দননগর পৌরনিগমের ১নং ওয়ার্ড থেকে ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে জল পাওয়া যাচ্ছে না দীর্ঘ দিন ধরে। ফলে রাস্তার কলের জল অথবা পুকুরের জলে ভরসা করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। তবে বিকালে চন্দননগর পৌরনিগমের যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা থেকেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করেছেন বাসিন্দারা। বার বার ওই এলাকার বাসিন্দারা চন্দননগর পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী ও চন্দননগর পৌরনিগমের জল দপ্তরের সদস্যকে জানিয়েও কোন কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। ওই এলাকার এক প্রাক্তন কাউন্সিলর ও প্রাক্তন জল দপ্তরের সদস্য জানান, আমরা যখন দায়িত্বে ছিলাম তখন কিন্তু এই সমস্যা ছিল না। এখন গরম পড়ে গিয়েছে। তাই গরমে বা রোদে মানুষের জলের ব্যবহার বা পানীয় জলের প্রয়োজন হয় খুবই বেশি। এই সময় জলের সরবরাহের বিলম্ব হলে এলাকার বাসিন্দাদের খুব সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে চন্দননগরের বিবিরহাট, পালপাড়া, হলদেডাঙা, চরকতলা, চাঁপাতলা, নারুয়া, মুন্সিপুকুর এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ করেছেন। একেই চন্দননগর পৌরনিগমে নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। তার উপর চন্দননগর পৌরনিগমের আটটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা যে কবে মিটবে তা ভবিষ্যতই বলবে।

বলাগড়ে দম্পতি খুন, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলাগড়ঃ জমিজায়গা নিয়ে বিবাদের জেরে হুগলির বলাগড়ের সোমবার স্বামী-স্ত্রী জোড়া খুনে মূল অভিযুক্ত জগন্নাথ সরকারকে রবিবার গভীর রাতে রানাঘাট থেকে গ্রেফতার করল বলাগড় থানার পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার জগন্নাথ তার স্ত্রী দিপালী ও ছেলে তিনজনে পাশের বাড়িতে চড়াও হয়ে পুষ্পা দেবনাথ ও তাঁর স্বামী সুনীল দেবনাথকে সাবল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই জগন্নাথ তাঁর পরিবারকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বলাগড় থানার পুলিশ রানাঘাট থেকে অভিযুক্ত জগন্নাথ সরকারকে গ্রেফতার করলেও তার স্ত্রী ও ছেলে এখনও পলাতক। জগন্নাথকে দিশাহীনভাবে রানাঘাটের রাস্তায় ঘুরে বেরানোর খবর পেয়েই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কোথাও কোনও আশ্রয় না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল জগন্নাথ। তবে পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত খুনের ঘটনার কথা স্বীকার করলেও তার স্ত্রী ছেলে কোথায় তা জগন্নাথ জানে না বলে জানিয়েছেন। সোমবার ধৃত জগন্নাথ সরকারকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়।

মগরায় নমিনেশন ঃ আক্রান্ত বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মগরা ঃ হুগলির মগরা বিডিও অফিসে নমিনেশন ফাইল করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বিজেপি প্রার্থী রাজীব নাগ ও বিশ্বজিৎ মজুমদার, প্রস্তাবক শ্যামল বর্মণ। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ যখন বিডিও অফিসে ঢুকতে যান তখনই বাধা দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ধস্তাধস্তি করে ভেতরে গেলে তাঁদের হাত থেকে কাগজপত্র কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর আবার বিজেপির পক্ষ থেকে ২জন মনোনয়ন দাখিল করেন। কিন্তু বেরিয়ে আসার সময় তাঁদের ঘিরে ফেলে মারধর করতে শুরু করে পুলিশের সামনেই। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন জেলা সম্পাদক সুরেশ সাউ। এই প্রসঙ্গে সুরেশ সাউ বলেন, মহামান্য আদালতকে বুড়ো আঙুল দেখাল নির্বাচন কমিশন ও শাসক দল তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট করানো অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। এখানে রাজতন্ত্র কায়েম করেছেন মমতা ব্যানার্জী। আমরা কেন্দ্র তথা রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করছি পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক।

খানাকুলে প্রার্থী মাস্টার ডিগ্রির ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মাঝে মাঝেই শোনা যায় শিক্ষিত ভালো যুবক-যুবতীরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আর এর ফলে ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হুগলির খানাকুলে সম্পূর্ণ অন্যচিত্র দেখা গেল। সিভিক ভলেনটিয়ারের চাকরি ছেড়ে এম.এ পাঠরত এক ছাত্র পঞ্চায়েতের প্রার্থী হলেন। তাঁর কথায়, মানুষের সেবা করার জন্যই চাকরি ছেড়েছি। আর সেই সুযোগ পেয়ে আমি খুব খুশি। এই যুবকের নাম রাজীব ঘোষ। বাড়ি খানাকুলের পোল-২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতুলে। বর্তমানে তিনি বাংলা নিয়ে এম.এ পড়ছেন। রাজীবের কথায়, আমাদের পরিবার প্রথম থেকেই ডানপন্থী রাজনীতির সমর্থক। পরিবারের কেউ তেমন সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও চিরকালই কংগ্রেস ও পরে তৃণমূলকে সমর্থন করে এসেছেন। আর তার ফলে দীর্ঘ বাম জামানায় আমাদেরকে বার বার অত্যাচারিত হতে হয়েছে। রাজীব জানান, খানাকুল রাজা রামমোহন রায় কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হয়ে কাজ শুরু করেন। যদিও কোনওদিনই মাদার তৃণমূল কংগ্রেস বা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মতো সক্রিয় সংগঠনে কাজ করেননি। কিন্তু বরাবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ ও উন্নয়নকে সমর্থন করে এসেছেন।

এছাড়াও খানাকুল বিধায়ক ইকবাল আহমেদ খানাকুলজুড়ে যে উন্নয়ন করে চলেছেন মানসিকভাবে সবসময়ই তাঁর পাশে থেকেছেন। তাই এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে যখন প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন তিনি দ্বিতীয়বার ভাবেননি। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান। এর জন্য তাঁকে সিভিক ভলেনটিয়ার চাকরি ছাড়তে হবে জেনেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। দলের হয়ে কাজ করার জন্য খানাকুল থানায় গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে এসেছেন।

খানাকুল থানার ওসি সুব্রত দাস জানান, রাজীব ঘোষের ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে। এরপরেই রাজীব পোল-২নং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। রাজীবের বক্তব্য, এখন আমরা একটাই লক্ষ্য, মানুষের হয়ে মানুষের পাশে থেকে কাজ করা।

কালভার্ট থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ কালভার্ট থেকে জলে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম সুকুমার হাঁসদা(২৮)। রবিবার বিকালে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। সুকুমারবাবুর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার বুলচন্দ্রপুরে। শনিবার ভোরে তিনি যখন একটি কালভার্টের উপর শুয়েছিলেন তখন অসাবধানতাবশত তিনি নিচে জলে পড়ে যান। এরপর পরিবারের লোক তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়।

তারকেশ্বর হাসপাতালে প্রতীকী ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ সোমবার পুরুলিয়ার বরাবাজারের চিকিৎসক বিপ্লব মণ্ডলের উপর প্রাণঘাতী দুষ্কৃতী আক্রমণের সাতদিন পরেও এফ আই আর-এ নাম থাকা দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার না হওয়ার প্রতিবাদে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিষেবা বন্ধ রেখে প্রতীকী ধর্মঘট পালন করা হয়। বেলা ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই ধর্মঘট পালন করা হয়। যদিও আপৎকালীন পরিষেবা ২৪ ঘন্টা খোলা ছিল। মূলত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি এবং চিকিৎসক ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক ও কর্মীরা কালো ব্যাচ পরে ধর্মঘটে সামিল হন।

ডানকুনি পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডে দুটি পার্কের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ হুগলির ডানকুনি পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডে জনসাধারণের জন্য দুটি পার্ক খুলে দেওয়া হল। এদিন পার্ক দুটির উদ্বোধন করেন এলাকার সাংসদ ও বিধায়ক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডানকুনি পুরসভার চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। এবিষয়ে ডানকুনি পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা উপপুরপ্রধান দেবাশিস মুখার্জী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গ্রীণসিটি মিশন প্রকল্পের অংশ হিসাবে ডানকুনির বিভিন্ন এলাকায় মোট ৯টি পার্ক তৈরি হয়েছে। তবে এই ওয়ার্ডের পার্ক দুটিতেই সবচেয়ে বেশি প্রায় ৮১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এলাকার সাধারণ মানুষ, বয়স্ক এবং শিশুমনের বিকাশের কথা মাথায় রেখে এখানে বিভিন্ন খেলার জিনিস রাখা হয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বিশ্ববাংলার একটি লোগোও করা হয়েছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর এই লোগো ও তাঁর স্বপ্নের বিভিন্ন প্রকল্প এখন বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে। তাঁর আশা, এই পার্ক দুটি শুধু এলাকারই নয়, সমগ্র ডানকুনি এলাকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, বিগত ৩৪ বছর এলাকায় সেভাবে কোনও উন্নয়ন কাজ হয়নি। কিন্তু বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিগত কয়েক বছরে এলাকার রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

আর তার সাথে নতুন সংযোজন হল এই দুটি পার্ক। অপরদিকে তিনি বলেন, বর্তমানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা বা সকালে বিকালে মানুষের একটু নিশ্চিন্তে হাঁটা চলার জায়গা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই দুটি নতুন পার্ক হওয়ায় এলাকার মানুষজন খুবই খুশি।

চন্দননগর ঘুরে দেখলেন নতুন কমিশনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর পৌরনিগমের নতুন কমিশনার স্বপন কুমার কুণ্ডু চন্দননগর শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন। সঙ্গে ছিলেন চন্দননগর পৌরনিগমের অর্থ দপ্তরের আধিকারিক, ৫নং বোরো সভাপতি ও কাউন্সিলর। এদিন তিনি বেশ কিছু 'হাউসিং ফর অল' বাড়ির নির্মাণ কার্য ঘুরে দেখেন। তারপর কে এম ডি পার্ক পরিদর্শন করেন। এদিন পরিদর্শনের পর স্বপনবাবু বলেন, আমি এই প্রথম এই পার্ক পরিদর্শন করলাম। এখানে অনেক কিছু দেখার জন্য এসেছিলাম। পার্কটিকে আরও নতুন করে সংস্কারের জন্য বললাম। পাশাপাশি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তাও পরিদর্শন করলাম। তবে এদিন তিনি পার্কের মধ্যে বিনোদনের জায়গাগুলি উপর কারুকার্য দেখে খুব ভালো লেগেছে বলে জানিয়েছেন।

মদ খাওয়ার প্রতিবাদ, মারধর যুবককে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ রবিবার রাতে প্রকাশ্যে রাস্তার উপর মদ্যপ যুবকরা মদ খাচ্ছিল। বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় বাইকের হ্যান্ডেল লাগে এক মদ্যপ যুবকের গায়ে। তাতে ভেঙে যায় মদের বোতল। মদ্যপরা ওই যুবকের কাছে মদের বোতলের দাম চাওয়ায় যুবক প্রতিবাদ করে। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদী যুবক রাহুল বাগচিকে বেধড়ক মারধর করল মদ্যপরা। মারের চোটে মাথা ফেটে যায় রাহুলের। এই ঘটনায় উত্তরপাড়া থানায় মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে মারধর ও প্রকাশ্যে মদ খাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে

হুগলির উত্তরপাড়ার বি কে স্ট্রীট এলাকায়।

বাড়িতে বিছানায় শুয়ে আক্রান্ত যুবক রাহুল বাগচি জানান, মদ্যপদের একজনের গায়ে তার বাইকের হ্যান্ডেল লেগে যায়। মদ্যপরা তাঁর কাছে মদের বোতল ভাঙার জন্য টাকা চায়। তিনি তখন বলেন, আপনারা কেন রাস্তার উপর মদ খাচ্ছেন। এই বলা মাত্রই মদ্যপরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় ঘুষি মারতে থাকে। তাঁর মাথা ফেটে যায়। আক্রান্ত যুবক রাহুলের বাবা দিলীপ বাগচি রীতিমতো ক্ষোভের সাথে জানান, বর্তমানে প্রতিবাদ করলেই প্রতিবাদীর এই অবস্থা হয়। এর জন্য দায়ী পুলিশ প্রশাসন। রাস্তার উপর সন্ধ্যে হলেই মদের আসর বসে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই মার খেতে হচ্ছে।

দিলীপবাবু বলেন, আজ আমার ছেলের সাথে এ ধরনের ঘটনা ঘটল। কাল আপনার ছেলের সাথে এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তাঁর দাবি, অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

CYMK